যুবকদের জন্য পরামর্শ

এখন তোমার যৌবনের দিনগুলিতে তোমার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ কর, যখন মন্দ দিনগুলি আসে না, এবং সেই বছরগুলিও কাছে আসে না, যখন তুমি বলবে, আমার সেগুলিতে কোনও আনন্দ নেই; **উপদেশক ১২:১**

...কারণ মানুষের হৃদয়ের কল্পনা তার যৌবনকাল থেকেই মন্দ...। **আদিপুস্তক ৮:২১**

তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিয়েছেন, সেই দেশে তোমার দিনগুলি দীর্ঘ হয়। **যাত্রাপুস্তক ২০:১২**

যদি তারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে ও তাঁর সেবা করে, তবে তারা তাদের দিনগুলি সমৃদ্ধিতে এবং তাদের বছরগুলি আনন্দে কাটাবে। কিন্তু যদি তারা আজ্ঞা পালন না করে, তবে তারা তরবারির দ্বারা বিনষ্ট হবে এবং জ্ঞান ছাড়াই মারা যাবে। কিন্তু কপট হৃদয়ের লোকেরা ক্রোধ সঞ্চয় করে: তিনি যখন তাদের বাঁধেন, তখন তারা চিৎকার করে না। তারা যৌবনে মারা যায় এবং তাদের জীবন অশুচিদের মধ্যে থাকে। **ইয়োব ৩৬:১১-১৪**

কারণ তুমিই আমার আশা, হে প্রভু ঈশ্বর: তুমিই আমার যৌবনকাল থেকে আমার ভরসা। তুমিই আমাকে মাতৃগর্ভ থেকে রক্ষা করেছ; তুমিই আমাকে আমার মাতৃগর্ভ থেকে বের করে এনেছ; আমার প্রশংসা সর্বদা তোমারই হবে। **গীতসংহিতা ৭১:৫-৬**

যুবক কিসে নিজের পথ শুচি করবে? তোমার বাক্য অনুসারে তাতে মনোযোগ দিয়ে। **গীতসংহিতা ১১৯:৯**

হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসনকে তুচ্ছ কোরো না; তাঁর সংশোধনে ক্লান্ত হয়ো না: কারণ প্রভু যাকে ভালোবাসেন, তাকেই সংশোধন করেন; ঠিক যেমন পিতা তার প্রিয় পুত্রকে সংশোধন করেন। **হিতোপদেশ ৩:১১-১২**

শলোমনের হিতোপদেশ। জ্ঞানী পুত্র পিতাকে আনন্দিত করে: কিন্তু মূর্খ পুত্র তার মাতার দুঃখের কারণ হয়। **হিতোপদেশ ১০:১**

তোমার জন্মদাতা পিতার কথা শোনো, এবং তোমার মাতা যখন বৃদ্ধা হন, তখন তাকে তুচ্ছ কোরো না। **হিতোপদেশ ২৩:২২**

হে যুবক, তোমার যৌবনে আনন্দ করো; তোমার যৌবনের দিনগুলিতে তোমার হৃদয় তোমাকে আনন্দ দিক, এবং তুমি তোমার হৃদয়ের পথে ও তোমার চোখের দৃষ্টিতে চলো: কিন্তু জেনে রেখো, এই সমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বর তোমাকে বিচারের সম্মুখীন করবেন। অতএব তোমার হৃদয় থেকে দুঃখ দূর করো, এবং তোমার শরীর থেকে মন্দতা দূর করো: কারণ শৈশব ও যৌবন অসার। **উপদেশক ১১:৯-১০**

তুমি কি জানো না? তুমি কি শোনোনি যে, অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্তের সৃষ্টিকর্তা, অবসন্ন হন না, ক্লান্তও হন না? তাঁর জ্ঞান অন্বেষণ করা যায় না। তিনি দুর্বলদের শক্তি দেন এবং যাদের কোনো শক্তি নেই, তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এমনকি যুবকেরাও অবসন্ন ও ক্লান্ত হবে এবং তরুণেরা সম্পূর্ণরূপে পতিত হবে: কিন্তু যারা সদাপ্রভুর জন্য অপেক্ষা করে, তারা নতুন শক্তি পাবে; তারা ঈগলের মতো ডানা মেলে উড়বে; তারা দৌড়াবে, কিন্তু ক্লান্ত হবে না; এবং তারা হাঁটবে, কিন্তু অবসন্ন হবে না। **যিশাইয় ৪০:২৮-৩১**

তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করেন; কিন্তু শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। কিন্তু যীশু বললেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, বারণ কোরো না; কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।" আর তিনি তাদের উপর হাত রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন। আর, দেখো, একজন এসে তাঁকে বলল, "হে উত্তম গুরু, আমি কোন ভালো কাজ করলে অনন্ত জীবন পাব?" তিনি তাকে বললেন, "তুমি আমাকে উত্তম বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই উত্তম নন; কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তবে আজ্ঞাগুলো পালন কর।" সে তাকে বলল, "কোনগুলো?" যীশু বললেন, "তুমি নরহত্যা করবে না, তুমি ব্যভিচার করবে না, তুমি চুরি করবে না, তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান করবে এবং তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে।" যুবকটি তাঁকে বলল, "আমি ছোটবেলা থেকেই এই সমস্ত পালন করে আসছি; আমার আর কীসের অভাব আছে?" যীশু তাঁকে বললেন, "যদি তুমি সিদ্ধ হতে চাও, তবে যাও, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে গরীবদের দান কর, তাহলে স্বর্গে তোমার ধন সঞ্চিত হবে; আর এসে আমার অনুসরণ কর।" কিন্তু যুবকটি সেই কথা শুনে দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। **মথি ১৯:১৩-২২**

হে সন্তানগণ, প্রভুতে তোমাদের পিতামাতার আজ্ঞা পালন কর; কারণ এটাই ন্যায়সঙ্গত। তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর; (যা প্রতিজ্ঞাসহ প্রথম আজ্ঞা;) যেন তোমার মঙ্গল হয় এবং তুমি পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হও। **ইফিষীয় ৬:১-৩**

কেউ যেন তোমার যৌবনকে তুচ্ছ না করে; কিন্তু তুমি বিশ্বাসীদের জন্য বাক্যে, আচরণে, প্রেমে, আত্মায়, বিশ্বাসে ও পবিত্রতায় আদর্শ হও। **১ তীমথিয় ৪:১২**

যৌবনের কামনাবাসনা থেকেও দূরে থাকো: কিন্তু যারা বিশুদ্ধ হৃদয় থেকে প্রভুকে ডাকে, তাদের সঙ্গে ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুসরণ কর।
২ তীমথিয় ২:২২

প্রজ্ঞা প্রবলভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছায়: এবং মধুরভাবে সে সমস্ত কিছু বিন্যস্ত করে। আমি তাকে ভালোবাসতাম, এবং আমার যৌবনকাল থেকেই তার সন্ধান করতাম, আমি তাকে আমার স্ত্রী করতে চেয়েছিলাম, এবং আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমিক ছিলাম। **শলোমনের প্রজ্ঞা ৮:১-২**

হে সন্তানগণ, তোমাদের পিতা, আমার কথা শোনো এবং সেই অনুসারে কাজ করো, যেন তোমরা নিরাপদ থাকো। কারণ সদাপ্রভু সন্তানদের উপর পিতাকে সম্মান দিয়েছেন এবং পুত্রদের উপর মাতার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে তার পিতাকে সম্মান করে, সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে: এবং যে তার মাতাকে সম্মান করে, সে ধন সঞ্চয়কারীর মতো। যে তার পিতাকে সম্মান করে, সে তার নিজের সন্তানদের নিয়ে আনন্দ পাবে; এবং যখন সে প্রার্থনা করবে, তখন তার প্রার্থনা শোনা হবে। যে তার পিতাকে সম্মান করে, সে দীর্ঘ জীবন পাবে; এবং যে সদাপ্রভুর আজ্ঞাবহ, সে তার মাতার জন্য সান্ত্বনা হবে। যে সদাপ্রভুকে ভয় করে, সে তার পিতাকে সম্মান করবে এবং তার পিতামাতার সেবা করবে, যেমন সে তার প্রভুদের সেবা করে। তোমার পিতা ও মাতাকে কথায় ও কাজে সম্মান করো, যেন তাদের কাছ থেকে তোমার উপর আশীর্বাদ আসে। কারণ পিতার আশীর্বাদ সন্তানদের ঘরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু মাতার অভিশাপ ভিত্তি উপড়ে ফেলে। তোমার পিতার অসম্মানে গর্ব কোরো না; কারণ তোমার পিতার অসম্মান তোমার জন্য কোনো গৌরব নয়। মানুষের গৌরব তার পিতার সম্মান থেকে আসে; এবং অসম্মানিত মাতা সন্তানদের জন্য কলঙ্কের কারণ। হে আমার পুত্র, বৃদ্ধ বয়সে তোমার পিতাকে সাহায্য করো, এবং যতদিন তিনি জীবিত থাকেন, তাঁকে কষ্ট দিও না। আর যদি তাঁর বোধশক্তি লোপ পায়, তবে তাঁর প্রতি ধৈর্য ধরো; এবং যখন তুমি পূর্ণশক্তিতে থাকবে, তখন তাঁকে তুচ্ছ কোরো না। কারণ তোমার পিতাকে সাহায্য করার বিষয়টি কখনও বিস্মৃত হবে না: এবং পাপের পরিবর্তে তা তোমাকে গড়ে তোলার জন্য যুক্ত হবে। তোমার দুঃখের দিনে তা স্মরণ করা হবে; তোমার পাপও গলে যাবে, যেমন মনোরম উষ্ণ আবহাওয়ায় বরফ গলে যায়। যে তার পিতাকে ত্যাগ করে, সে ঈশ্বরনিন্দাকারীর ন্যায়; এবং যে তার মাতাকে ক্রুদ্ধ করে, সে অভিশপ্ত: ঈশ্বরের দ্বারা।

উপদেশক পুস্তক ৩:১-১৬

হে আমার পুত্র, শৈশব থেকেই উপদেশ গ্রহণ কর, তাহলে তুমি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রজ্ঞা লাভ করবে। **উপদেশক পুস্তক ৬:১৮**

তোমার পিতাকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে সম্মান কর, এবং তোমার মাতার দুঃখ ভুলো না। মনে রেখো, তুমি তাদের থেকেই জন্মেছ; আর তারা তোমার জন্য যা করেছে, তার প্রতিদান তুমি কীভাবে দেবে? **উপদেশক পুস্তক ৭:২৭-২৮**

তোমার সন্তানকে বিরক্ত করলে সে তোমাকে ভয় পাইয়ে দেবে; তার সাথে খেললে সে তোমাকে বিষণ্ন করে তুলবে। তার সাথে হাসবে না, পাছে তার জন্য তোমার দুঃখ হয় এবং শেষে তুমি দাঁত কিড়মিড় করো। তার যৌবনে তাকে কোনো স্বাধীনতা দিও না এবং তার বোকামিতে চোখ বুজে থেকো না। সে ছোট থাকতেই তার ঘাড় নত করো এবং শিশু থাকতেই তার পাঁজরে আঘাত করো, পাছে সে একগুঁয়ে হয়ে ওঠে ও তোমার অবাধ্য হয় এবং তোমার হৃদয়ে দুঃখ নিয়ে আসে। **উপদেশক পুস্তক ৩০:৯-১২**